চুয়াডাঙ্গায় দিন ব্যাপি পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন মেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় দিন ব্যাপী পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১০টায় সরকারি কলেজ রোডে অবস্থিত মুক্ত মঞ্চে এ মেলার আয়োজন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশন। পিকেএসএফ এর সহায়তায় নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক উপ প্রকল্পের আওতায় এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় মেলাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন, চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক শারমিন আক্তার। এরপর মেলা চত্বরে বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের স্টল পরিদর্শন করেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা। স্টল পরিদর্শন শেষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে খামার থেকে থালা ভ্যালু চেইন বিষয়ক উদ্বোধনী ডিসপ্লে প্রদর্শিত করা হয়।

এরপর শুরু হয় মেলা উপলক্ষে আলোচনা সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির সহ-সভাপতি ও সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান। সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক নির্মল দাস ও উপ-পরিচালক জহির রায়হান।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধের সঞ্চয়ালনায় সভার প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা স্থানীয় সরকার উপপরিচালক শারমিন আক্তার বলেন, ‘চুয়াডাঙ্গায় দিন ব্যাপি পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন মেলায় বিভিন্ন স্টল প্রদর্শন করা হয়েছে। যেখানে আমাদের কৃষির যাবতীয় বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। এই মেলার মাধ্যমে আমাদের কৃষির পরিধি ফুটে তোলা হয়েছে বিভিন্ন স্টলে।

এই মেলার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে দুগ্ধ ও মাংসজাত পন্য উৎপাদন করা হয় সেটা আমরা বিভিন্ন স্টলে ঘুরে জানতে পারলাম। এই বিংশ শতাব্দিতে এসে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার। এ ধরনের মেলা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা

বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে’।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ শাহাবুদ্দিন, পিকেএসএফের প্রোগ্রাম ম্যানেজার নিউট্রেশন স্পেশালিস্ট কপিল কুমার পাল, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি নাজমুল হক স্বপন, ভার্মি কম্পোস্টের উদ্যোক্তা ইরফান আলী ও তৌফিকুল আলম, মেহেরপুর বাজার কমিটির সভাপতি হাফিজুর রহমান, প্রমুখ।

এরপর একই দিনে সন্ধ্যা ৬টায় দিন ব্যাপি পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন মেলার সমাপনী পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মেহেরপুর ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ৪০ জন উদ্যোক্তা বিভিন্ন পণ্য ও প্রযুক্তি নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেন। দিন ব্যাপি এই মেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলার অনুষ্ঠান সাজানো হয়। মেলায় অংশ নেয়া শ্রেষ্ঠ তিনজন উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করা হয়। এতে প্রথম পুরস্কার পান দামুড়হুদার সাদ্দাম হোসেনের মিষ্টি বাড়ি স্টল, দ্বিতীয় পুরস্কার পান চুয়াডাঙ্গা ভার্মি কম্পোস্টের স্বত্বাধিকারী শাহনাজ পারভিনের স্টল ও তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করেন মুজিবনগরের শাহীন সুইট স্টল।

এসময় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাড. মানিক আকবর ও চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজিব হাসান কচি, জেলা জজ কোর্টের সিনিয়ন অ্যাড. বজলুর রহমান প্রমুখ।

মুজিবনগরে ইভোলিউশন অফ দারিয়াপুরের আয়োজনে দিন

ব্যাপি পিঠা উৎসব

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ইভোলিউশন অফ দারিয়াপুর আয়োজনে আধুনিক এই যান্ত্রিক যুগের বাঙ্গালীদের হারিয়ে যাওয়া পিঠাপুলির ঐতিহ্য ধরে রাখা এবং বর্তমান প্রজন্মকে জানানোর উদ্দেশ্যে বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন রকমের পিঠা নিয়ে দিন ব্যাপি পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় দারিয়াপুর ফুটবল খেলার মাঠে দিন ব্যাপি এই পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিন ব্যাপি এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি। উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীব। এ সময় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এটা উৎসবে অংশগ্রহণকারী স্টল গুলো ঘুরে দেখেন।

এই উৎসবে বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্যবাহী ডিম সুন্দরী, স্বরুপীঠা, গোলাপ পিঠা, নারিকেল পুরি, ফুলঝুরি, চুই পিঠা, মাস কলাই পিঠা,সারা পিঠা,ডিমের পানতোয়া পিঠা,দুধ লাউ,পাতা পিঠা,হৃদয় হরণ পিঠা,ছানার আম পিঠা,চন্দ্র পুলি,বিবি খানা পিঠা,জামায় পিঠা,নকঁশি পিঠা,মাছ পিঠা,ম্যাড়া পিঠা,ইলিশ পিঠা,মিষ্টি পুলি,ঝাল পিঠা,সহ প্রায় ২০০ শত ধরনের পিঠা ১৪ টি ষ্টলের মাধমে উপস্থাপন করা হয়।

ইভোলিউশন অফ দারিয়াপুরের আয়োজকরা জানান বাঙালির হারিয়ে যাওয়া পিঠাপুলির ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের এই আয়োজন। নতুন প্রজন্মকে বাঙালির ঐতিহ্য বিভিন্ন পিঠাপুলির সম্পর্কে জানানোর জন্য প্রতিবছর তারা এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করবে বলে জানান।